বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত

(১৯০০–১৯৫০)

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্দীপ দত্ত

গাঙচিল

যথাসাধ্য

প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকপত্রগুলি। এই খণ্ডে আলোচিত হল বিশ শতকের প্রথমার্ধের অর্থাৎ ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নির্বাচিত পত্রপত্রিকাগুলি। বিশ শতকে পত্রপত্রিকার ব্যাপ্তি যেমন বেড়েছে তেমন বেড়েছে বৈচিত্র ও মুদ্রণ সৌকর্য, বেড়েছে ছবি, অলংকরণের ব্যবহার ও রঙিন, বহুবর্ণময় প্রচ্ছদ ও শিল্পীদের ছবির মুদ্রণ-ভাবনা। পত্রিকা পরিচালন ক্ষেত্রে বাণিজ্যকরণ রীতিও প্রাধান্য পেয়েছে। সমকাল, সংবাদধর্মিতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, লোকসমাজ, বিশ্বখবর প্রভৃতির সঙ্গে থাকল সাহিত্যও। লিট্‌ল মাগাজিনের প্রকাশ এই শতকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক সময় 'একদিন' দৈনিকপত্রের ক্রোড়পত্র 'নবপত্রিকা'য় 'বাংলা সাময়িকপত্রের একাল সেকাল বিশ শতক' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল লেখাগুলি। তবে ওই লেখাগুলি পূর্ণাঙ্গ ছিল না। বর্তমান গ্রন্থে অনেক তথ্য সংযোজিত হয়েছে, যুক্ত হয়েছে আরও অনেক পত্রিকা।

সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসের কাজ করতে গিয়ে যেগুলো অসুবিধে বোধ করেছি তা হল, সব পত্রিকার সব কপি একত্রে না পাওয়া। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলির প্রথম ও শেষ সংখ্যার কপি দেখতে না পাওয়া। তৃতীয়ত, প্রচ্ছদচিত্র ছাড়া বাঁধাই করা পত্রিকা দেখা। চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় না থাকায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত না হওয়া।

এই সংকলন বা ইতিবৃত্তে পত্রিকার তথ্য ও ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের আংশিক সূচি, লেখকসূচি, পুস্তক সমালোচনা প্রদত্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই সূচিতে অনেক সময়েই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। তবু পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধানের কথা মাথায় রেখেই যথাসাধ্য তা করার চেষ্টা করেছি।

বানান ব্যবহার ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি অংশে লেখককৃত বানানই রাখা হয়েছে। পত্রিকার নামের বানান যথাযথ রাখার চেষ্টা করেছি। যথা: সবুজ পত্র, মর্ম্মবাণী, পূর্ব্বাশা।

এই গ্রন্থে ৪৪টি পত্রিকার আলোচনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য সমস্ত পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হয়নি; সে অভিপ্রায়ও আমার ছিল না। পত্রিকা নির্বাচন নিজ দায়িত্বে করেছি। পাঠকের যথাযোগ্য নিবিড় পাঠ-বিচারের অপেক্ষায় রইলাম।

গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন বন্ধু শ্যামল। অন্য বন্ধু সমরেন্দ্র দাস পরামর্শ দিয়েছেন বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার জন্য। আমার আলোকচিত্রটি তুলে দিলেন ভ্রাতৃপ্রতিম সন্দীপ কুমার।— এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ রইলাম। কৃতজ্ঞ 'গাঙচিল'-এর অণিমা ও অধীর বিশ্বাসের প্রতিও। তাঁদের অবিরত উৎসাহ ও প্রেরণা আমার কাজে সহযোগী হয়েছে।

সন্দীপ দত্ত
lmlibrary@hotmail.com